মেহেরপুর বার থেকে হাইকোর্টের বিচারপতি; আসিফ হাসানকে সংবর্ধনা

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের নবনিযুক্ত অতিরিক্ত বিচারপতি আসিফ হাসানকে সংবর্ধনা দিয়েছে মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতি।

মঙ্গলবার দুপুরে সমিতির মিলনায়তনে আয়োজিত সংবর্ধনা ও মতবিনিময় সভায় জেলা বারের সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বিচারপতি আসিফ হাসান মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির ৩৯ নম্বর সদস্য। তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে সংবর্ধনা স্মারক তুলে দেন জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহাম্মদ বিজন, সাধারণ সম্পাদক ও পাবলিক প্রসিকিউটর এ এস এম সাইদুর রাজ্জাক টোটন এবং সিনিয়র সদস্য অ্যাডভোকেট মখলেছুর রহমান খান স্বপন।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহাম্মদ বিজন এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক টোটন। বক্তব্য রাখেন বারের সিনিয়র সদস্য, সাবেক ও বর্তমান সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা।

সভায় বক্তব্যে বারের সাবেক সভাপতি ও জেলা জজ আদালতের সাবেক পিপি অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য বলেন, আমাদের জেলার সন্তান ও মেহেরপুর বারের গর্বিত সদস্য হাইকোর্টে বিচারপতি নিযুক্ত হওয়ায় আমরা সত্যিই গর্বিত। আমি প্রস্তাব রাখছি, আসিফ হাসানের সম্মানে মেহেরপুর জেলা বারের ৩৯ নম্বর সদস্যপদটি স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত করা হোক।

সভাপতির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট মারুফ আহাম্মদ বিজন বলেন, আমাদের ছোট্ট জেলা থেকে এই প্রথম কেউ হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন, এটি আমাদের জন্য ঐতিহাসিক অর্জন। আসিফ হাসানের এই নিয়োগ প্রমাণ করেছে, মেহেরপুর থেকেও বিচারাঙ্গনের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছানো সম্ভব। চাকরি বিধি অনুযায়ী বিচারকদের অবসরের বয়স ৬৭ বছর। আমরা প্রত্যাশা করি, এর মধ্যেই তিনি নিজের যোগ্যতায় বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করবেন।

সংবর্ধিত বিচারপতি আসিফ হাসান বলেন, আমি সব সময় আমার বারকে শ্রদ্ধা করেছি, কখনো অসম্মান করিনি। এখানকার সকল আইনজীবীরও উচিত নিজেদের বারের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা। রাস্তায় চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেওয়ার মতো কাজ এড়িয়ে চলা প্রয়োজন। আমাদের সকল আলোচনা এবং আড্ডা বার ও আদালতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে পেশার মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পাবে।

উল্লেখ্য, বিচারপতি আসিফ হাসান মেহেরপুর জেলার সন্তান। তিনি স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে ঢাকার একটি স্বনামধন্য কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক (এলএলবি) ও স্নাতকোত্তর (এলএলএম) ডিগ্রি অর্জন করেন।

মেহেরপুরে পৃথক দুই মামলায় ৩ আসামির জেল-জরিমানা

মেহেরপুরে পৃথক দুই মামলায় মোঃ আলামিনকে ৮ বছরের কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড একই মামলায় মোঃ আবু সাঈদ কাননকে ৩ বছরের কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং খোরসেদ আলী ওরফে সাগরকে ২ বছরের কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, জি.আর-২০৫/১৯ (মেহেরপুর) মামলায় আসামী মোঃ আলামিনের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩৮০ ও ৪৫৭ ধারায় আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে মোট ৮ বছরের কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে ৪৫ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। একই মামলায় অপর আসামী মোঃ আবু সাঈদ কানন এর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪১১ ধারায় আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে ৩ বছরের কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, জি.আর-৩২৬/১৮ (মেহেরপুর) মামলায় আসামী মোঃ খোরসেদ আলী

ওরফে সাগরের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারায় আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে ২ বছরের কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে ৩০ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, আসামীরা মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় চুরি ও ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলো।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। নথি ও সাক্ষ্য পর্যালোচনা শেষে আদালত এ রায় দেন।
রায় ঘোষণার পর আসামিদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

দর্শনা সীমান্তে স্বর্ণসহ নারী চোরাকারবারি আটক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে ৬ বিজিবি’র চোরাচালান বিরোধী অভিযানে তিনটি স্বর্ণের বারসহ এক নারী চোরাকারবারি আটক হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের কামারপাড়া বাড়াদী গ্রামের ওয়াসীমের স্ত্রী আসমা বেগম (৩৫) কে আটক করা হয়।
বিজিবি জানায়, ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাজমুল হাসানের নির্দেশে বিশেষ গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কামারপাড়া পাকা রাস্তায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় কামারপাড়া বাড়াদী ক্যাম্পের নায়েব সুবেদার মোহাম্মদ এনামুল হকের নেতৃত্বে টহল দল সীমান্ত পিলার ৮০/১০-আর হতে প্রায় ৮০০ গজ ভেতরে অভিযান চালিয়ে আসমা বেগমকে আটক করে।

পরে তার হাতে থাকা ভ্যানিটি ব্যাগ তল্লাশি করে তিনটি স্বর্ণের বার, একটি বাটন মোবাইল ফোন ও নগদ ১৮০ টাকা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত স্বর্ণের আনুমানিক বাজারমূল্য ৫৮ লাখ ৫৮ হাজার টাকা।

ঘটনায় নায়েব সুবেদার মোহাম্মদ এনামুল হক বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছেন। আটককৃত আসামিকে থানায় হস্তান্তর এবং উদ্ধারকৃত স্বর্ণ চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার

প্রক্রিয়া চলছে।

মেহেরপুরে ফৌজদারি মামলায় দুই আসামির জেল-জরিমানা

মেহেরপুরে ফৌজদারি মামলায় মোঃ সাবেদ আলীকে ২ বছর এবং মোছাঃ জরিনাকে ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন আদালত। অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

আজ সোমবার দুপুরে মেহেরপুর চৃীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০১৮ সালের ২৬ মার্চ সকাল ৯টার দিকে বাদীর বসতবাড়িতে প্রবেশ করে বাদীর শ্বশুর মহিরুদ্দিন ও স্ত্রী রঙ্গিলা খাতুনকে গালাগালি করা হয়। প্রতিবাদ করলে আসামিরা তাদের এলোপাথাড়ি মারপিট করে। একপর্যায়ে ১নং আসামি ধারালো রামদা দিয়ে বাদীর শ্বশুরের মাথায় কোপ মেরে রক্তাক্ত জখম করে। ২নং আসামি হাসুয়া দিয়ে মাথায় কোপ মারতে গেলে শ্বশুর তা বাম হাতে ঠেকান এবং তার হাতে রক্তাক্ত জখম হয়।

বাদীর স্ত্রী রঙ্গিলা খাতুন পিতাকে রক্ষা করতে এগিয়ে গেলে ৩নং আসামি ধারালো হাসুয়া দিয়ে পেটে কোপ মারতে গেলে তা তার বাম পায়ের উরুতে লাগে এবং রক্তাক্ত জখম হয়। এরপর ৫নং আসামি লোহার রড দিয়ে মাথায় আঘাত করতে গেলে স্ত্রী হাত দিয়ে ঠেকালে তার হাতে জখম হয়। পাশাপাশি ৪নং আসামি বাঁশের লাঠি দিয়ে তাকে পিটিয়ে ফোলা- কালশিটে জখম করে।

আসামি সাবেদ আলী ও তার স্ত্রী জরিনা খাতুনের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় এফআইআর নং ১৪, তাং ১৭/১০/২০১০, ধারা ৩২৬/৩০৭/৫০৬(২)/৩৪ পেনাল কোডে মামলা চলমান রয়েছে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। নথি ও সাক্ষ্য পর্যালোচনা শেষে আদালত এ রায় দেন।

রায় ঘোষণার পর আসামিদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে পৃথক মাদক মামলায় চার আসামির জেল-জরিমানা

মেহেরপুরে মাদক রাখার অপরাধে পৃথক মামলায় মোঃ রাকিবুর হাসানকে ১ বছর, মোঃ সুমন, মোঃ লিজন ও মোঃ স্বপনকে ৬ মাসের কারাদণ্ড এবং ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত। অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ রবিবার দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর জেলা গোয়েন্দা শাখার এ.এস.আই মোঃ ইব্রাহিম বিশ্বাস ফোর্স নিয়ে মেহেরপুর পৌর এলাকার কাখুলি বাসস্ট্যান্ডে বিশেষ অভিযানে যান। এসময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন যে গোভিপুর দিক থেকে তিন ব্যক্তি ইয়াবা ট্যাবলেটসহ শহরের দিকে আসছে। পুলিশি উপস্থিতি টের পেয়ে তারা পালানোর চেষ্টা করলে ধৃত করা হয়। পরে তাদের হেফাজত থেকে ইয়াবা উদ্ধারের ঘটনা ঘটে।

তল্লাশিতে আসামী রাকিবের ট্রাউজারের পকেট থেকে নীল প্যাকেটে মোড়ানো ৪১ পিস ইয়াবা, সুমনের জিন্সের পকেট থেকে ৫ পিস ইয়াবা এবং লিজনের পকেট থেকে আরও ৫ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। মোট ৫১ পিস ইয়াবা জব্দ করে পুলিশ।

২০১৮ সালের ১১ ডিসেম্বর ভোররাতে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মোড়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে স্বপনকে আটক করে। পরে তার জিন্স প্যান্টের পকেট থেকে ডারবি সিগারেটের প্যাকেটে লুকানো ২ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় সদর থানায় মামলা দায়েরের পর দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আজ রায় ঘোষণা করা হয়।

আসামীদের বিরুদ্ধে পূর্বে একাধিক মামলা রয়েছে। এর মধ্যে, রাকিব

হাসানের বিরুদ্ধে ২০১৪ ও ২০১৭ সালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দুটি মামলা। সুমনের বিরুদ্ধে ২০১২, ২০১৫ ও ২০১৭ সালে মাদক এবং বিশেষ ক্ষমতা আইনে একাধিক মামলা। লিজনের বিরুদ্ধেও পূর্বে মাদক মামলার রেকর্ড রয়েছে। এছাড়া স্বপনের বিরুদ্ধে পূর্বে একাধিক মামলা রয়েছে। এর মধ্যে ২০১২ ও ২০১৭ সালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দুটি এবং একই বছরে দণ্ডবিধির ৪৫৭/৩৮০ ধারায় আরেকটি মামলা এখনও চলমান।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। নথি ও সাক্ষ্য পর্যালোচনা শেষে আদালত এ রায় দেন।
রায় ঘোষণার পর আসামিদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এক আইনজীবীসহ চার জনের বিরুদ্ধে সাবেক মেয়রের মামলা

এক আইনজীবীসহ চারজনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজী ও মানহানির অভিযোগ তুলে আদালতে মামলা দায়ের করেছেন মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র মোঃ মোতাছিম বিল্লাহ মতু।

গতকাল বৃহস্পতিবার মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে তিনি এ মামলা দায়ের করেন। মামলাটি আমলে নিয়ে আদালতের বিচারক সদর থানাকে এফআইআর এর নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলার আসামীরা হলেনে আইনজীবী অ্যাড. মিজানুর রহমান, কসারীপাড়ার মৃত আছাব আলীর ছেলে মোঃ মহব্বত, বন্দর গ্রামের মৃত নূর আলীর ছেলে মোঃ ঝন্টু ও পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ার মৃত তমাল খাঁর ছেলে মোঃ মিঠন

মামলার এজাহারে বাদীর অভিযোগ, গত ২৫ বছর ধরে মেয়রসহ বিভিন্ন পদে জন প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে রাজনৈতিকভাবে নানা দলের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে দায়িত্ব পালন করেছি।

দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট থেকে এক

শ্রেণির লোক তাকে নানা উপায়ে হয়রানি করার চেষ্টা চালিয়ে আসছে।

গত ২ জুন সকাল ১১টার দিকে জেলা জজ আদালত থেকে ফেরার পথে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে পৌছালে স্টেডিয়াম পাড়ার মোঃ শাহাবুদ্দীনের ছেলে মিজানুর রহমান মিজান (৩৮), কসারীপাড়ার মৃত আছাব আলীর ছেলে মোঃ মহব্বত, বন্দর গ্রামের মৃত নূর আলীর ছেলে মোঃ ঝন্টু ও পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ার মৃত তমাল খাঁর ছেলে মোঃ মিঠন পথরোধ করে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা না দিলে ফ্যাসিস্ট সরকারের মদদদাতা ও জামাত নেতা তারিক হত্যা মামলায় আসামি বানিয়ে মৃত্যুদণ্ড দাবি করা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়।

পরে গত ৬ জুলাই সকালে শহরের বিভিন্ন স্থানে মেয়র মোতাচ্ছিম বিল্লাহ মতুর বিকৃত ছবি ব্যবহার করে অপমানজনক পোস্টার সাঁটানো হয় বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। সিসি ফুটেজে কয়েকজনকে পোস্টার সাঁটাতে দেখা যায় এবং তারা জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করে ১নং আসামি মিজানুর রহমান মিজানের নির্দেশে কাজ করেছে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের অভিযানে গাঁজাসহ গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় মাদকবিরোধী অভিযানে ১ শত গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাঃ মাসুদুর রহমান, পিপিএম-এর নেতৃত্বে এসআই (নিঃ) হাফিজুল ইসলাম হাটবোয়ালিয়া পুলিশ ক্যাম্পের সঙ্গীয় ফোর্সসহ নিয়মিত মোবাইল ডিউটি, মাদকদ্রব্য উদ্ধারে অভিযান পরিচালনা করে।

এ সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত বুধবার রাত ১০টা ৩০ মিনিটে আলমডাঙ্গা থানাধীন ১নং ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের ভাংবাড়ীয়া কারিগরপাড়া গ্রামের পায়ে হাটা রাস্তা থেকে অভিযান চালিয়ে ভাংবাড়ীয়া কারিগরপাড়া গ্রামের রিয়াজ উদ্দিন এর ছেলে মোঃ আরশেদ আলী (৩৮) কে ১ শত গ্রাম গাঁজাসহ হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়।

এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করে গতকাল আসামিকে চুয়াডাঙ্গা আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে সাবেক চেয়ারম্যানসহ পরিবারের ৬ সদস্যের জেল-জরিমানা

ঝিনাইদহ-৩ আসনের সাবেক এমপি শফিকুল আযম চঞ্চলের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও আওয়ামী লীগের দোসর কোটচাঁদপুর বলুহর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম নজুসহ তার পরিবারের ৬ সদস্যকে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানা করেছেন আদালত।

নজরুল ইসলাম নজু কোটচাঁদপুর থানার হাড়ভাঙা বিদ্যাধরপুর গ্রামের মৃত লালচাঁদ মিয়ার ছেলে। আদালত সূত্রে জানা যায়, গতকাল বুধবার ঝিনাইদহ জেলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২য় আদালতের বিচারক আবজাল হোসেন এ রায় প্রদান করেন।

মামলা সূত্রে জানা যায়, নজরুল ইসলাম নজুর নির্দেশে আসামিরা ২০২৪ সালের ২৬ মার্চ একই গ্রামের বাবলু রহমানের স্ত্রী তাসলিমা খাতুনকে এলোপাতাড়ি মারধর করেন। এ ঘটনায় কোটচাঁদপুর থানা মামলা নিতে অস্বীকৃতি জানালে ভুক্তভোগী আদালতের দ্বারস্থ হন। দীর্ঘ বিচারিক কার্যক্রম শেষে বিচারক নজরুল ইসলাম নজুসহ তার পরিবারের ৬ সদস্যকে দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা ১ হাজার টাকা করে জরিমানার আদেশ দেন।

বাদী বাবলু রহমান জানান, “এক সময়ের সন্ত্রাসী ও নানা অপকর্মের হোতা নজুর দাপটে এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ ছিল। তার ভয়ে কেউ কথা বলতে পারত না। নানা হুমকি-ধামকির মধ্যেও আমি মামলা চালিয়ে গেছি। তবে এই রায়ে আমি সন্তুষ্ট নই, উকিলের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেব।”

বাদীপক্ষের আইনজীবী এডভোকেট আশরাফুল আলম মালিতা বলেন, “আসামিরা

একই পরিবারের সদস্য হওয়ায় বিশেষ বিবেচনায় আদালত শাস্তি কম দিয়েছেন। তবে এ রায়ে প্রমাণিত হলো অপরাধীরা যতই প্রভাবশালী হোক, আইনের ঊর্ধ্বে নয়।”

অন্যান্য আসামিরা হলেন ইয়ারুল ইসলাম, তাসলিমা খাতুন, সাদ্দাম হোসেন, কল্পনা খাতুন ও পাখি খাতুন।

আলমডাঙ্গায় জোরপূর্বক জমি দখলের অভিযোগ

আলমডাঙ্গায় জোরপূর্বক জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বজলুর রশিদ থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। অভিযোগপত্র থেকে জানা যায়, আলমডাঙ্গা আসাননগর গ্রামের মৃত আওলাদ হোসেনের পুত্র বজলুর রশিদ থানায় অভিযোগ করেছেন যে, তার পিতার বৈধ সম্পত্তির উপর শতাধিক উর্দ্ধকাল যাবত তারা ৪ ভাই ও তিন বোন স্বত্ত্ব ভোগ দখল করে আসছে।

একক দখলভুক্ত জমির উপর বহু মূল্যবান মেহগনি গাছ, কাঠাল গাছ রোপন করিয়া তথায় বাগান তৈরী করিয়া রক্ষণাবেক্ষণে ও ফলাদি গ্রহনে-ভক্ষণে অভিযুক্তগণও সর্বসাধারনের জ্ঞাতসারে আমরা ভোগ দখলে করে আসছি। গত ২০ই জুন সকাল ১০.০০ টার সময় তপশীল বর্ণিত বাগানের জমি জবর দখলের উদ্যেশ্যে বেআইনী শক্তির মহড়া দেখিয়ে রামদা, কোদাল, কোড়াল, গাসুয়া ও লাঠিশোটা ইত্যাদি অস্ত্র সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অনধিকার প্রবেশ করিলে আমি আমার নিজস্ব লোকজনসহ প্রতিহত করার চেষ্টা করি। অবৈধ দখলদাররা হলেন, একই গ্রামের অহিদুল মন্ডলের ছেলে নাজিবুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম, এনামুল ইসলাম, শফিকুল ইসলাম, রবিউল ইসলাম, চাঁদ আলী ও সিরাজুল ইসলামের ছেলে জায়েদুল ইসলাম, সৌরত ইসলাম, এবং নাজিবুল ইসলামের ছেলে নান্নু।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে ৪৯৮/২০২৫ নং মামলা রুজু করেছে। আদালত তপশীল বর্ণিত জমিতে শান্তি-শৃংখলা রক্ষার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) আলমডাঙ্গার উপর দখলী প্রতিবেদন দাখিলের আদেশ প্রদান করেন।

অতঃপর আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে সাময়িকভাবে অভিযুক্তগণকে তপশীল বর্ণিত জমিতে অনধিকার প্রবেশে বিরত থাকা নোটিশে অবগত করালেও অভিযুক্তগণ খানার নির্দেশ অমান্য করিয়া একর পর এক বসত বাড়ীর চারিপাশসহ তপশীল জমি জোর পূর্বক দখল করার জন্য অকথ্য তথা বিশ্রি ভাষায় গালি গালাজ, আমার জান মালের ক্ষতির সর্ব রকম প্রচেষ্টা চালায়। অভিযুক্তদের দ্বারা সার্বক্ষনিক অতংকিত ও ভীত সন্ত্রস্থ অবস্থায় থাকে বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানাকে বারংবার বজলুর রশিদ ও তার বড় ভাই মোঃ লিয়াকত আলী বলা সত্ত্বেও, অজ্ঞাত শক্তি ইশারায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনগত কোনো পদক্ষেপ গ্রহন করেন নাই। কিংবা আদালতের আদেশে পুলিশী হস্তক্ষেপ অবমাননার কারণে তাদের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ অতিঃ ম্যাজিঃ আদালতে কিংবা জুডিশিয়াল আদালতে কোনো পদক্ষেপ গ্রহন করেন নাই। তপশীল জমির সহকারী কমিশনার ভূমির দখলী প্রতিবেদন তাদের অনুকুলে আছে বলে জানান। তিনি ও তার পরিবারবর্গ পুলিশী সার্বিক সহযোগীতা চেয়েছেন।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৪

মেহেরপুরের গাংনীতে পুলিশের ২৪ ঘণ্টার বিশেষ অভিযানে ৪ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার রাত থেকে আজ সোমবার ভোর পর্যন্ত গাংনী থানা পুলিশ এ অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার হিজলবাড়ীয়ার আহম্মদ আলীর ছেলে মোঃ সোহাগ হোসেন (৩১), গাড়াডোব পোড়াপাড়ার হাজিম উদ্দিনের ছেলে ফয়সাল জাহান শিশির (৩২), ২◌ং ওয়ার্ড শিশির পাড়ার মৃত জাহাঙ্গীর হোসেনের ছেলে মোঃ আল-ইমরান (২০), খাসমহলের মোঃ জিল্লুর রহমানের মোঃ রাসেল হোসেন (২৩)।

গ্রেফতারকৃতদের বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে এ ধরনের বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।